ঈশ্বরের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক

(Our Relationship with God)

১শমূয়েল ১২ অধ্যায় ১২-২৫ পদ

বিচারক হিসাবে ইজ্রায়েল জাতির উদ্দেশে শমূয়েল তার শেষ বক্তৃতার প্রথম অংশে নিজের সততাকে তুলে ধরেছে (১২:১-৫ পদ), এবং তারপর মিসরের দাসত্ব থেকে উদ্ধার থেকে শুরু করে শমূয়েলের নিজের সময় পর্যন্ত সদাপ্রভু ঈশ্বরের সঙ্গে ইজ্রায়েলের সম্পর্ককে বিভিন্ন ঘটনার মাধ্যমে বর্ণনা করেছে (১২:৬-১১ পদ)। আর তার দ্বারা শমূয়েল একদিকে যখন ইজ্রায়েলের প্রতি ঈশ্বরের বিশ্বস্ততা, তখন অন্যদিকে সেই ঈশ্বরের প্রতি ইজ্রায়েলের অবিশ্বস্ততাকে তাদের চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়েছে। ইজ্রায়েলের প্রাচীনরা শমূয়েলের বিরুদ্ধে তার বার্ধক্য ও তার ছেলেদের বিপথ গমনের অজুহাত দেখিয়ে (৮:৪-৫) প্রতিবেশি দেশের অনুকরণে একজন রাজাকে চেয়েছিল। শমূয়েল এখানে নিজের সততাকে তুলে ধরে ও তাদের দ্বারা সেই সততাকে স্বীকার করিয়ে (১২:৫ পদ) দেখিয়েছে যে, তাদের দ্বারা এমন কাজ নতুন কোনও বিষয় নয়; এই কাজ তারা ধারাবাহিকভাবে ঈশ্বরের বিরুদ্ধে করে এসেছে। কিন্তু ঈশ্বর তাঁর চুক্তির সন্তানদের প্রতি, তাদের ক্রন্দনের প্রতি কর্ণপাত করেছেন এবং তাদের সেই সমস্ত সমস্যা থেকে উদ্ধার করেছেন। একইভাবে, তারা যখন রাজা চেয়েছে, তার দ্বারা তারা ঈশ্বরকে অগ্রাহ্য করেছে, তখনও পর্যন্ত তিনি তাদের সেই ইচ্ছা মঞ্জুর করেছেন– শৌলকে মনোনীত করেছেন, নির্বাচিত করেছেন এবং রাজাভিষেক করেছেন। শৌল তাদের উপর রাজা হলেও, ঈশ্বর কিন্তু ইজ্রায়েলের উপর মহান রাজা হয়ে তাঁর সন্তানদের সঙ্গে তাঁর চুক্তি অব্যাহত রাখতে চলেছেন। এখন, একজন মানুষ-রাজা থাকা সত্ত্বেও, ইজ্রায়েলের উপরে ঈশ্বর কীভাবে মহান রাজা থাকবেন, তথা সেই ঈশ্বরের সঙ্গে ইজ্রায়েলের সঠিক সম্পর্ক কী, শমূয়েল তার বক্তৃতার দ্বিতীয় অংশে তা বর্ণনা করেছে।

ক। ঈশ্বরের সঙ্গে ইজ্রায়েলের অসঙ্গত সম্পর্কের ফল (১২-১৩ পদ):

প্রতিবেশি দেশ সকলের অনুকরণে রাজা পাবার ইচ্ছা যেদিন থেকে ইজ্রায়েলের মধ্যে এসেছিল, সেদিন থেকে সদাপ্রভু ঈশ্বরের সঙ্গে তাদের যে চুক্তির সম্পর্ক বর্তমান, ইজ্রায়েল তাকে ভুল বুঝতে শুরু করেছিল। শমূয়েল তাদের ইতিহাস থেকে দেখিয়েছে যে, এর আগে তারা তাদের পাপের শাস্তি হিসাবে যখন শত্রুদের দ্বারা আক্রান্ত হয়েছে, তখন তারা তাদের পাপ স্বীকার করে ঈশ্বরের কাছে কেঁদেছিল। কিন্তু যখন থেকে রাজা পাবার ইচ্ছা তাদের মাথায় চেপে বসেছিল, তখন থেকে তাদের আচরণে এক বিশাল পরিবর্তন এসেছিল। অম্মোনীয় রাজা যখন তাদের আক্রমণ করেছিল, ***"তখন, তাদের ঈশ্বর সদাপ্রভু তাদের রাজা থাকতেও, তারা শমূয়েলকে বলেছিল, না, আমাদের উপরে একজন রাজা রাজত্ব করুক"*** (১২ পদ)। এইভাবে, এমন পরিস্থিতি থেকে উদ্ধার পাবার দীর্ঘকাল-ব্যাপী-স্থাপিত নির্ভরযোগ্য পথকে তারা বর্জন করেছিল। এর থেকে আমরা উপলব্ধি করি যে, জাতি হিসাবে তারা ঈশ্বরের সঙ্গে যে চুক্তির সম্পর্কে আবদ্ধ, মানুষ-রাজা পেলে তাদের জীবনে সেই সম্পর্কের কোনও প্রয়োজন নেই ভেবে তারা ভুল বুঝেছিল। তা সত্ত্বেও ঈশ্বর তাদের সেই আকাঙ্ক্ষা অনুসারে রাজা দিয়েছেন, ***"অতএব, এই দেখ, সেই রাজা, যাকে তোমরা মনোনীত করেছ ও যাচ্না করেছ; দেখ, সদাপ্রভু তোমাদের উপরে একজন রাজা নিযুক্ত করেছেন"*** (১৩ পদ)। রাজা চেয়ে, তারা যদিও ঈশ্বরের প্রতি বিদ্বেষ প্রকাশ করেছে, তথাপি ঈশ্বর তাদের ইচ্ছা পূর্ণ করেছেন।

এই ঘটনার কথা উল্লেখ করে শমূয়েল সেদিন ইজ্রায়েলকে যে কথা বোঝাতে চেয়েছে, তা হল, রাজা চাইবার পেছনে তারা যে দুটি যুক্তি দেখিয়েছিল (শমূয়েলের বার্ধক্য ও তার ছেলেদের বিপথ গমন), তা প্রকৃত কারণ ছিল না। রাজা চাইবার পেছনে প্রকৃত কারণ হল, তারা আর তাদের পাপ স্বীকার করতে চায় না, এবং ঈশ্বরের মাধ্যমে উদ্ধার পেতে চায় না। অম্মোনীয় নাহশের আক্রমণের দ্বারা তাদের মধ্যে যে ভয় ও দুঃশ্চিন্তা তৈরী হয়েছে, তা-ই তাদের জীবনে প্রধান বিষয় হয়ে উঠেছে; ফলস্বরূপ, তারা তাদের পাপকে দেখতে পায়নি, তা স্বীকার করার কথা

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com

উপলব্ধি করতে পারেনি, শমূয়েলের বার্ধক্য ও তার ছেলেদের বিপথ-গমনের উপর দোষ চাপিয়েছে।

আমরাও সেই একই কাজ করে থাকি, ঈশ্বরের সঙ্গে আমাদের প্রথম ও প্রধান সম্পর্ককে ভুলে গিয়ে, তাঁর বিরুদ্ধে আমাদের পাপকে অস্বীকার করে আমরা আমাদের সমস্যার মধ্যে জাগতিক কারণকে খুঁজতে চেষ্টা করি। যখন **দুঃশ্চিন্তা, গুজব, বন্ধু-বান্ধব, অবসর বিনোদন, আলস্য, বা জীবিকা** আমাদের জীবনে ঈশ্বরকে প্রথম ও প্রধান স্থান থেকে সরিয়ে দেয়, তখন আমরা যে সমস্ত সমস্যার সম্মুখীন হই, তাদের জন্য আমাদের পাপকে স্বীকার না করে, আমরা জাগতিক কারণকে খুঁজতে চেষ্টা করি। মণ্ডলীর উপাসনায় আমাদের অনুপস্থিতির পেছনে আমরা বিভিন্ন অনুষ্ঠান বা কাজের কথা বলে থাকি, কিন্তু প্রাথমিক সমস্যা যে ঈশ্বরের সঙ্গে আমাদের সম্পর্কের, সেই পাপ স্বীকার করি না।

খ। ঈশ্বরের সঙ্গে ইজ্রায়েলের সঙ্গত সম্পর্কের বর্ণনা (১৪-১৫ পদ):

রাজা চেয়ে তারা পাপ করলেও, ঈশ্বর তাদেরকে তাদের যাচ্না অনুসারে রাজা দিয়েছেন, কারণ তাদের উপর মানুষ-রাজা থাকলেও তিনি তাদের মহান রাজা হয়ে তাদের সঙ্গে তাঁর সঙ্গত সম্পর্ককে বজায় রাখতে চান। আর তাই, শমূয়েল এই পরিস্থিতিতে ইজ্রায়েলের উপর মানুষ-রাজার রাজত্বকালে ঈশ্বরের সঙ্গে ইজ্রালের সঠিক ও সঙ্গত সম্পর্ক কী হবে, তা ১৪-১৫ পদে বর্ণনা করেছে। শমূয়েল ইজ্রায়েলকে বোঝাতে চেষ্টা করেছে যে, তারা যেন তাদের মানুষ-রাজাকে ঈশ্বরের বিকল্প বলে চিন্তা না করে, সেই মানুষ-রাজা তাদের প্রকৃত উদ্ধারকর্তা নয়। পরিবর্তে, সদাপ্রভু ঈশ্বরই তাদের উপর ধারাবাহিকভাবে মহান রাজা ও উদ্ধারকর্তা হিসাবে কাজ করবেন, আর তাই তারা যেন সেই ঈশ্বরের সঙ্গে তাদের চক্তির সম্পর্ক মেনে আচরণ করে:

১৪ পদে বলা হয়েছে, ***তারা যদি সদাপ্রভুকে ভয় করে, তাঁর সেবা করে, তাঁর কথা শোনে, এবং ঈশ্বরের আজ্ঞার বিরুদ্ধাচরণ না করে, রাজা-প্রজা সকলে ঈশ্বরের অনুবর্তী হয়– তবে তাদের ভালো।*** কিন্তু তার বিপরীতে, ১৫ পদে বলা হয়েছে, ***তারা যদি সদাপ্রভুর কথা না শোনে এবং ঈশ্বরের বিরুদ্ধাচরণ করে– তবে সদাপ্রভুর হাত তাদের বিরুদ্ধে কাজ করবে।*** এর থেকে পরিষ্কার যে, রাজার নিযুক্তিতে ঈশ্বরের সঙ্গে ইজ্রায়েলের চুক্তির সম্পর্কে কোনও পরিবর্তনই সাধিত হয়নি। কারণ মানুষ-রাজা ঈশ্বরের বিকল্প নয়, পরিবর্তে অন্যান্য প্রজাদের সঙ্গে রাজাও ঈশ্বরের সঙ্গে একই চুক্তির সম্পর্কে আবদ্ধ, সে-ও ঈশ্বরের অধীন থেকে ঈশ্বরের প্রতি আস্থা ও বাধ্যতার জীবন যাপন করতে বাধ্য থাকবে। দ্বিতীয় বিবরণ ২৮-৩২ অধ্যায়ে মোশির মাধ্যমে সদাপ্রভু ঈশ্বর ও ইজ্রায়েলের মধ্যে যে চুক্তির সম্পর্ককে বর্ণনা করা হয়েছে, তা রাজার নিযুক্তির পরও একইভাবে বহাল থাকবে। মানুষ-রাজা ঈশ্বরের প্রতিনিধি হয়ে তার দায়িত্ব পালন করতে চলেছে, ইজ্রায়েলকে সে ঈশ্বরের প্রজা হিসাবে দেখতে চলেছে।

আজকের দিনে, আমাদের জন্যও এই কথা একইভাবে প্রযোজ্য। পৃথিবীর মাটিতে ঈশ্বর যাদেরকে আমাদের উপর নেতৃত্বদানের ক্ষমতা দিয়েছেন– আমাদের পরিবারে, সমাজে, রাষ্ট্রে বা মণ্ডলীতে– বিশ্বাসী হিসাবে তাদের সঙ্গে আমরা সকলে ঈশ্বরের বাক্যের অধীন। আমরা নিজেরা ও আমাদের নেতারা ঈশ্বরকে ভয় করতে, ঈশ্বরের বাক্য পালন করতে বাধ্য, এবং তাঁর আজ্ঞা পালন করতে বাধ্য। এখানে ''ঈশ্বর-ভয়ের'' অর্থ, রাজা ও সৃষ্টিকর্তা হিসাবে ঈশ্বরের প্রতি শ্রদ্ধা- মিশ্রিত সম্ভ্রম। মোশি যেমন জুতো খুলে ঈশ্বরের সান্নিধ্যে উপস্থিত হয়েছিল, আমাদেরও উচিৎ, আমাদের উপর তাঁর রাজত্বকে স্বীকার করার পথে যে সমস্ত বাধা কাজ করে চলেছে, তাদেরকে দূর করে, ঈশ্বরের প্রতি সম্ভ্রম প্রদর্শন করা।

গ। ঈশ্বরের সঙ্গে ইজ্রায়েলের সঙ্গত সম্পর্কের উপলব্ধি (১৬-১৯ পদ):

শমূয়েলের মুখ থেকে এই সমস্ত কথা শুনে, ইজ্রালের মধ্যে অনেকে ''**আঙুর ফল টক**'' প্রবাদ-বাক্যকে স্মরণ করতে পারত। কারণ, শমূয়েলের এই সমস্ত কথাকে বিচারকের পদ হারানোর ফল হিসাবে তারা ব্যাখ্যা করতে পারত। তাই, শমূয়েল সেদিন তাদের কাছে স্পষ্ট করে তুলে ধরেছিল যে, এই সমস্ত কথা তার নিজের ক্ষোভের কথা নয়, কিন্তু ঈশ্বরেরই মনের কথা। আর তাই, তার পক্ষে প্রমাণ বা সাক্ষ্য হিসাবে গম কাটার দিনে

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com

বজ্রবিদ্যুৎসহ বৃষ্টি আনয়নের অলৌকিক কাজ ঈশ্বরের কাছে শমূয়েল চেয়েছিল। ১৬ পদে শমূয়েল সদাপ্রভুর মহান কাজ দাঁড়িয়ে দেখতে ইজ্রায়েলকে আহ্বান করেছে এবং ১৭ পদে শমূয়েল বলেছে, *"আমি সদাপ্রভুকে ডাকব, যেন তিনি মেঘগর্জন ও বৃষ্টি দেন; তাতে তোমরা জানবে ও বুঝবে যে, তোমরা নিজেদের জন্য রাজা চেয়ে, সদাপ্রভুর সামনে খারাপ কাজ করেছ।"* এই সময় বর্জবিদ্যুৎসহ বৃষ্টি কয়েকটি কারণে উল্লেখযোগ্য: (১) ইজ্রায়েলে, গম কাটার সময় (মে-জুন মাসে) কখনও বৃষ্টি আশা করা যেত না; (২) পাকা গম কাটার সময় যদি বৃষ্টি হয়, তা ফসল ধ্বংস করে থাকে; তাই চিহ্নটি ধ্বংসাত্মক; (৩) বজ্রবিদ্যুৎসহ এই বৃষ্টি শমূয়েলের প্রার্থনার উত্তর হিসাবে আসতে চলেছে। সেদিন শমূয়েলের সেই প্রার্থনা ঈশ্বর শুনেছিলেন ও উত্তর দিয়েছিলেন, কারণ শমূয়েল তার নিজের দুঃখ বা ক্ষোভ প্রকাশ করে সেই সমস্ত কথা বলেনি; পরিবর্তে, সদাপ্রভুর সত্য ভাববাদী হিসাবে (২বিবরণ ১৮:২০-২২) ঈশ্বরের বাক্য তাদের কাছে পৌঁছে দিয়েছে। ১৮ক পদে বলা হয়েছে: *"... সদাপ্রভু ঐ দিনে মেঘগর্জন ও বৃষ্টি দিলেন।"*

এর ফলস্বরূপ, ইজ্রায়েলের মধ্যে ইচিবাচক প্রতিক্রিয়া পরিলক্ষিত হল: *"তাতে সমস্ত লোক সদাপ্রভু থেকে ও শমূয়েল থেকে ভীত হল।"* মিসরের দাসত্বের হাত থেকে ঈশ্বর যখন তাঁর অলৌকিক ক্ষমতায় ইজ্রায়েলেকে উদ্ধার করেছিলেন, তখন তা দেখে সমস্ত ইজ্রায়েল যেমন *"সদাপ্রভুকে ভয় করেছিল, এবং সদাপ্রভুতে ও তাঁর দাস মোশিতে বিশ্বাস করেছিল,"* ঠিক তেমনই এখানে শমূয়েলের প্রার্থনায় গম কাটার দিনে বৃষ্টিকে দেখে তারা সদাপ্রভু ও শমূয়েল থেকে ভীত হয়েছিল। কিন্তু কেবল ভয় পাওয়া নয়, ইজ্রায়েল সেদিন নিজেদের পাপ স্বীকার করেছিল ও শমূয়েলকে তাদের জন্য প্রার্থনা করতে বলেছিল: *"আমরা যেন না মরি ... সদাপ্রভুর কাছে প্রার্থনা করুন; কারণ আমরা আমাদের সমস্ত পাপের উপরে, আমাদের জন্য রাজা চেয়ে, খারাপ কাজ করেছি।"*

রাজা সম্বন্ধে ইজ্রায়েলের ভুল ধারণার পরিবর্তন ঘটেছে। তাদের সমস্যার মূল কারণ কী, তা যখন তারা উপলব্ধি করেছে, তখন তারা রাজার কাছে ছুটে যাওয়া নয়, কিন্তু শমূয়েলের কাছে এসেছে। তারা তাদের পাপকে দেখতে পেয়েছে, আর তাই শত্রুদের আক্রমণকে বড় করে না দেখে, তারা ধার্মিক ঈশ্বরের কোপ থেকে উদ্ধারকে বেশি গুরুত্ব দিয়েছে। আর তাই, যুদ্ধক্ষেত্রে কে তাদের নেতৃত্ব দেবে, সেই চিন্তা দূরে রেখে; অনুতাপ ও প্রার্থনাকে প্রাধান্য দিয়েছে।

আজ আমরা কী করে চলেছি? আমরা কি ঈশ্বরের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ককে প্রথম ও প্রধান স্থান দিয়ে থাকি? সেই সঙ্গত সম্পর্কে বাধাদানকারী বিষয়গুলিকে পাপ জ্ঞান করি? সেই সমস্ত পাপ স্বীকার করি? আমরা তাৎক্ষণিক সমস্যার সমাধান চাই, না-কি, ঈশ্বরের সঙ্গে সুষ্ঠ সম্পর্ক ফিরে পেতে চাই? বিশ্বাসী হয়েও মণ্ডলীতে যদি আমরা নিজেদের মধ্যে দালদালি, হিংসা, ঈর্ষা করি, তাহলে আমাদের প্রয়োজন আছে, তা প্রভুর কাছে স্বীকার করার।

ঘ। ঈশ্বরের সঙ্গে ইজ্রায়েলের সঙ্গত সম্পর্কে থাকতে অনুপ্রেরণা (২০-২২, ২৪-২৫ পদ):

ইজ্রায়েলের মধ্যে এই পরিবর্তন দেখে শমূয়েল তাদের সাহস যুগিয়েছে, সেই ভয় করতে নিষেধ করেছে, যা তাদের নিরাশাগ্রস্ত করে। ২০ পদে, ***সমস্ত হৃদয় দিয়ে সদাপ্রভুর সেবা করতে*** শমূয়েল তাদের উৎসাহিত করেছে। শমূয়েল তাদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছে যে, রাজা চেয়ে তারা যদিও খারাপ কাজ করেছে; কিন্তু সেই রাজা যেহেতু ঈশ্বরের বিকল্প নয়, সেইহেতু ঈশ্বর এখন থেকে সেই রাজাকেই তাঁর প্রতিনিধি করে ব্যবহার করতে চলেছে। আর তাই, তাদের দায়িত্ব হল সমস্ত মন দিয়ে সেই ঈশ্বরের সেবা করা; সেই কাজে বিরত না হওয়া। ২৪ পদে, শমূয়েল পুনরায় তাদের ঈশ্বর ভয় ও সেবা করতে বলেছে: *"তোমরা কেবল সদাপ্রভুকে ভয় কর, ও সমস্ত হৃদয় দিয়ে সত্যে তাঁর সেবা কর; কারণ দেখ, তিনি তোমাদের জন্য কেমন মহৎ মহৎ কাজ করলেন।"*

কিন্তু ইজ্রায়েল কি নিজের শক্তিতে ঈশ্বর ভয় ও সেবা করতে পারে? আমরা যেন আর পাঁচটা ধর্মের সঙ্গে খ্রীস্টধর্মকেও এখানে সমগোত্রীয় চিন্তা না করি। আমরা যেন এ কথা না ভাবি যে, ঈশ্বর ভয় ও সেবার দ্বারা ইজ্রায়েল ঈশ্বরের আশীর্বাদ ক্রয় করতে পারে। না, তা সম্ভব নয়। আর তাই তা স্পষ্ট করে তুলে

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com

ধরতে ২২ পদে শমূয়েল বলেছে, *"সদাপ্রভু নিজের মহানামের গুণে নিজ প্রজাদের ত্যাগ করবেন না; কারণ তোমাদেরকে নিজের প্রজা করতে সদাপ্রভুর অভিমত হয়েছে।"* প্রভুর আশীর্বাদ অর্জন করার আশায়, বিশ্বাসী আমরা প্রভুর সেবা করি না; কিন্তু আমাদের কোনও যোগ্যতা না থাকা সত্ত্বেও, তিনি যে তাঁর মহাকরুণায় আমাদেরকে তাঁর সন্তান/প্রজা করেছেন, তা জেনে তাঁর প্রতি আমরা আমাদের কৃতজ্ঞতার জীবন যাপন করে থাকি। অন্যদিকে, তাঁর নিজের মহানামের গুণে তিনি আমাদের পরিত্যাগ করবেন না, এই কথাকে যেন আমরা বিপথে ব্যবহার না করি, পাপ করার লাইসেন্স হিসাবে চিন্তা না করি। তা যদি করি, তাহলে বুঝতে হবে, আমরা তাঁকে জানি না, আমরা তাঁর সন্তান নই।

অন্যদিকে, শমূয়েল তাদেরকে আরও সতর্ক করেছে যে, তারা যদি ঈশ্বর-সেবা থেকে দূরে সরে যায় (যা তাদের অবিশ্বাসের ফল), তাহলে, তারা সেই সমস্ত প্রতিমার অনুগমন করতে বাধ্য হবে, যারা কোনও উপকার বা উদ্ধার করতে পারে না (২১ পদ)। তারা যদি সেই কাজকে ক্রমশ প্রশ্রয় দেয়, তবে তার পরিণাম যে কত ভয়ঙ্কর হবে, তা ২৫ পদে বর্ণনা করা হয়েছে: *"কিন্তু তোমরা যদি মন্দ আচরণ কর, তবে তোমরা ও তোমাদের রাজা উভয়ে বিনষ্ট হবে।"* ইজ্রায়েলের ইতিহাস ঈশ্বরের এই কথার পূর্ণতার পক্ষে সাক্ষী– সদাপ্রভু থেকে দূরে সরে যাবার ফলস্বরূপ, ৭২১ খ্রীস্টপূর্বাব্দে প্রথমে উত্তর ইজ্রায়েল এবং তারপর ৫৮৭ খ্রীস্টপূর্বাব্দে যিহূদাকে আমরা বিদেশীদের দ্বারা অধীকৃত ও নির্বাসিত হতে দেখি। আজ আমরা নিশ্চয়ই আমাদের ব্যক্তিগত, মাণ্ডলিক বা জাতীয় জীবনে এমন পরিণাম কেউ আশা করি না। তাই, আসুন, আমরাও ইজ্রায়েলের প্রতি শমূয়েলের এই অনুপ্রেরণা গ্রহণ করি– ক্রমশ ঈশ্বর-ভয় ও ঈশ্বর-সেবা করি।

ঙ। ঈশ্বরের সঙ্গে ইজ্রায়েলের সঙ্গত সম্পর্কে ভাববাদী হিসাবে শমূয়েলের ভূমিকা (২৩ পদ):

বিচারকের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি পেলেও, ভাববাদী হিসাবে শমূয়েল কিন্তু ক্রমশ তার দায়িত্ব পালন করতে চলেছে। সততার সঙ্গে নিজের দায়িত্ব পালন করা সত্ত্বেও ইজ্রায়েল যখন শমূয়েলকে বিচারকের পদ থেকে সরিয়ে দিয়েছিল, তখন শমূয়েল তাদের সেই অকৃতজ্ঞতার আচরণ দেখে ব্যথিত হয়ে, সে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে আড়াল করার কথা চিন্তা করতে পারত। কিন্তু শমূয়েল তা করেনি; পরিবর্তে, নতুন পরিস্থিতিতে ঈশ্বরের প্রজাদের সঠিক পরিচালনা দিতে ভাববাদী হিসাবে তার দায়িত্ব পালনে এগিয়ে এসেছে: *"আর আমিই যে তোমাদের জন্য প্রার্থনা করতে বিরত হয়ে সদাপ্রভুর বিরুদ্ধে পাপ করব, তা দূরে থাকুক; আমি তোমাদের উত্তম ও সরল পথ শিক্ষা দেব"* (২৩ পদ)। শমূয়েলের এই উদাহরণ থেকে আমরা প্রত্যেকে শিখতে পারি। পরিবেশ বা পরিস্থিতির পরিবর্তন কখনও আমাদেরকে ঈশ্বরের প্রতি ও তাঁর সন্তানদের প্রতি আমাদের দায়বদ্ধতা থেকে নিস্কৃতি দেয় না। বিচারক হিসাবে শমূয়েল আর কাজ করতে পারবে না, ঠিক কথা, কিন্তু পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে সে কী করতে পারে, তা সে চিন্তা করেছে, উপলব্ধি করেছে, এবং পালন করতে এগিয়ে এসেছে। সদাপ্রভুর দাস হিসাবে, ইজ্রায়েল সন্তানদের জন্য প্রার্থনা না করাকে শমূয়েল এখানে "পাপ" বলেছে; কেবল তা-ই নয়, তাদেরকে ক্রমশ উত্তম ও সরল পথ শিক্ষা দেবার অঙ্গীকারের কথাও শমূয়েল বলেছে। "ঈশ্বরের একজন লোক" (৯:৬) হিসাবে শমূয়েল শেষ পর্যন্ত প্রভুর সেবা করেছে।

আজ আমরা কি ঈশ্বরের সঙ্গে আমাদের সম্পর্কে শমূয়েলের ন্যায় আমাদের দায়িত্ব সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল আছি? প্রভুর দেওয়া তালন্ত দিয়ে তাঁর রাজ্যের সেবায় আমরা কি নিজেদের ব্যবহার করে চলেছি? না-কি, পরিবেশ ও পরিস্থিতির অজুহাত দেখিয়ে, আমরা নিজেদের আড়াল করে রেখেছি? তাহলে, বুঝতে হবে, আমরা তাঁকে উপলব্ধি করিনি, তাঁর সন্তান/প্রজা হবার অর্থ এখনও উপলব্ধি করিনি। কারণ তিনি তাঁর মহানামের গুণে নিজের সন্তানদের কখনও পরিত্যাগ করেন না; তিনি তাদের রক্ষা করে থাকেন, ও তাঁর রাজ্যে ব্যবহার করে থাকেন।

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com